দৈনিক বাংলা

তারিখ 21 OCT 1990
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

36

কলেজ শিক্ষকদের বেতন নিয়ে সমস্যা

গত ১-৭-৮৫ থেকে ১-৩-৮৬ পর্যন্ত জাতীয়করণকৃত ১৯টি কলেজের ৭৩৫ জন শিক্ষক ও কর্মচারী দীর্ঘ ৫ বছরের বেশী সময় ধরে বেতন সমস্যায় কষ্ট ভোগ করে আসছেন। তাদের এখনো পুরাতন বেতনক্রম বিধি অনুযায়ী সরকারী বেতন দেয়া হচ্ছে। ফলে তারা চরম মানসিক যন্ত্রণা ও দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পরিবারবর্গ নিয়ে জীবন যাপন করছেন। বিষয়টি নিয়ে অনেক আবেদন-নিবেদন ও দেন-দরবার করা হয়েছে। ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত ও সমিতিগতভাবে চেষ্টা তদবিরও কম হয়নি। জাতীয় দৈনিকের ২০টির মত সংখ্যায় বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ৪-১-৯০, ২৩-১-৯০, ২৪-১-৯০ ও ৮-২-৯০ সংখ্যার দৈনিক বাংলার 'জনমত' কলামেও এই বেতন বৈষম্যের বিষয়ে ভুক্তভোগী শিক্ষকদের অভিমত প্রকাশিত হয়েছে। নোয়াখালীর মুজিব কলেজের জনৈক শিক্ষকের ৭-৪-৮৮ তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে মহাপরিচালক সদয় হয়ে ৩টি কলেজের উপর এক প্রতিবেদন সচিব বরাবরে পাঠান (নং ৩২১৮সি তাং ৩০-৫-৮৮)। প্রায় ২ বছর পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় ডিজি'র নিকট উক্ত ৩টি কলেজের আত্মীকৃত শিক্ষকবৃন্দের বেতন সংশোধিত স্কেলে পুনঃ নির্ধারনের বিষয়ে আর্থিক সংশ্লেষ জানতে চেয়ে পত্র প্রেরণ করে (নং শাঃ ৬/২সি-৬৩/৮৫ অংশ-১/৩১৬ তাং ২০-৫-৯০)। এর জবাবে অধিদপ্তর ২২-৭-৯০ তারিখের নং ৫৪৯৪সি পত্রে ৩টি কলেজসহ মোট ১৯টি কলেজের ৭৩৫ জন শিক্ষক ও কর্মচারীর জন্য বার্ষিক অতিরিক্ত ৯০ লক্ষ্য ৩৪ হাজার ১৬ টাকা প্রয়োজন হবে বলে সচিব মহোদয়কে অবহিত করে। কিন্তু এ পর্যন্তই ,এর পর থেকে আজ পর্যন্ত বিষয়টির কোন সুরাহা করা হয়নি।

ফলে এই দুর্মূল্যের দিনে ৭৩৫ জন শিক্ষক ও কর্মচারী এবং তাদের পরিবার বর্গের জীবন যাত্রা বিরূপ দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে তা একমাত্র ভুক্ত ভোগীরাই উপলব্ধি করতে পারেন। আশা করি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়টি সহৃদয়তার সাথে বিবেচনা করে উল্লিখিত নতুন বেতন স্কেল দেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে তাদের দুর্দশার আশু অবসানঘটাবেন।

মোঃ সাইফুদ্দিন
প্রভাষক, আবদুলপুর সরকারী কলেজ, নাটোর
ও
আহবায়ক, লিয়াজোঁ কমিটি
১৯টি জাতীয়করণকৃত কলেজ।